The Global Islamic Media Presents
দ্যা গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া পরিবেশিত

The Bangla Translation for
বাংলা অনুবাদ

Victory comes with patience
বিজয় ধৈর্য ধারনের মাধ্যমেই আসে

The statement from the general command concerning the crusader's campaign against our people in Sham and Iraq
শাম ও ইরাকে আমাদের জনগণের উপর ক্রুসেডরদের অভিযানের ব্যাপারে জেনারেল কমান্ড থেকে বিবৃতি

Harakat Shabaab al-Mujahideen
হারাকাত আল-শাবাব আল-মুজাহিদিন

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল, দয়ালু

প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি সারা বিশ্বের প্রভু। সালাম এবং সালাত বর্ষিত হোক আল্লাহর দূত ও নবীদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর এবং তার পরিবার ও সাহাবাদের উপর। আম্মাবাদ,

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।" -[সুরা তাওবা: ৭১]

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ), তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি বলেছেন,"মুমিনদের মাঝে একে ওপরের সাথে সম্পর্ক এমন যেন একটি তারা একটি বিল্ডিংয়ের ইটের মতো, তারা একে অপরকে শক্ত করে আঁকড়িয়ে ধরে রাখে।" -(সহীহ আল-বুখারী এবং মুসলিম)

ইসলাম এবং স্বিহাদের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত হচ্ছে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ। এক আল্লাহর আনুগত্য (তাওহীদ), তার দূত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসরণ এবং আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম ইসলাম কে রক্ষার মাধ্যমে এই বিরাট বন্ধনটা কে মেইনটেইন (ধারাবাহিকতা রক্ষা) করা হয়। এই দৃঢ় বন্ধন যা সব ধরনের সম্পর্কের চেয়েও বড় এবং যে ব্যাক্তি মুসলিমদের একতাবদ্ধ হয়ে রাখতে এবং তাদের হৃদয়কে এক করে রাখতে চেষ্টা করে তার কাছে সব ধরনের সম্পর্ককে অতিক্রম করে (এই দৃঢ় বন্ধন)।

এই উম্মাহর একটি গুন যা এই উম্মাহর সৃষ্টিকর্তা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে,"আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।" -[সুরা মু'মিনুন: ৫২]
আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,"তুমি দেখবে মুমিনরা একে ওপরের প্রতি ক্ষমাশীল এবং একে অপরকে ভালবাসে এবং দয়াশীল, যেমন তারা একটি শরীর। সুতরাং, এর একটি অংশ ভালো অনুভব না করলে সারা শরীর নির্ঘুম থাকে এবং জর অনুভব করে (একে ওপরের ব্যাথাই ব্যাথিত হয়)" -(সহীহ আল-বুখারী এবং মুসলিম)

আজ, যেখানে ক্রুসেডারদের মিসাইলগুলো শাম ও ইরাকে আমাদের মুসলিম জনসাধারণের উপর ফেলা হচ্ছে তা আমাদের কে শুধু সজাগ এবং অসুস্থই করে তোলে নি বরং আমাদের হৃদয়গুলোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে ব্যাথায় যা আমরা শুনছি এবং দেখছি ঐসব বম্বিংয়ের ভয়াবহতা, ধ্বংস এবং বাস্তুচ্যুত হওয়া মুসলিম উম্মাহ কে দেখে; বিশেষভাবে মুজাহিদদের দেখে।

আল্লাহ (সুঃ) তার গ্রন্থতে পরিষ্কার করে বলেছেন,"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" -[সুরা হুজুরাত: ১০]
এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,"এক মুসলিম অন্য এক মুসলিমের ভাই" (সহীহ আল-বুখারী এবং মুসলিম)

ও শাম ও ইরাকের আমাদের মুসলিম এবং মুজাহিদ ভাইরা! যারা সেই মহাকাব্যিক এবং প্রতিরোধের ভূমি তে অবস্থান করছো! জেনে নাও নিশ্চয়ই তোমাদের দুর্দশা মানে আমাদের দুর্দশা, তোমাদের যন্ত্রণা মানে আমাদের যন্ত্রণা, তোমাদের রক্ত মানে আমাদের রক্ত এবং যে যুদ্ধ তোমাদের উপর আপতিত সেই যুদ্ধ আমাদের উপরও আপতিত। সুতরাং, ধৈর্য ধারণ কর এই ক্ষণস্থায়ী সময়টাতে, ইনশাল্লাহ এই দুর্দশা লাঘব হবে।

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,"এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।" -[সুরা ইউসুফ: ১১০]

এবং আল্লাহ আরও বলেছেন,"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।" -[সুরা বাকারা: ২১৪]

খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রঃ) বলেছেন,"আমরা (সাহাবারা) আমাদের উপর কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া বিষয়ে রাসুল (সাঃ) এর কাছে গেলাম; যখন তিনি কাবা শরীফের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন তার চাদর টাকে বালিশ বানিয়ে। আমরা বললাম,'' যে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না (কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাচার জন্য)? তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) উত্তর দিলেন,"তোমাদের পূর্বে (যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেছিল) তাদের কে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তাদের কে মাটিতে অর্ধেক পুতে এবং তারপর তাদের মাথার উপর করাত রেখে মাথা কে দ্বিখণ্ডিত করা হতো এবং তাদের শরীর থেকে মাংস ও হাড়কে লোহার চিরুনি দিয়ে পৃথক করা হতো কিন্তু তার পরও তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস থেকে দুরে সরে যেত না। ইনশাল্লাহ এমন এক সময় আসবে যখন ইয়েমেনের সান'আ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত (এই বিস্তীর্ণ) পথ পাড়ি দিতে এক মুসাফিরের একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। এবং শুধু মেষদের নেকড়ে ভয় থাকবে। তোমরা এই বিষয়ে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছ।" -সহিহ আল-বুখারী

রাক্কা, ইদলিব, আলেপ্প, মসুল ও অন্যান্য স্থানের শহীদের পরিবার, বিধবা এবং এতিমদের বলতে চায়, ধৈর্য ধারন করুন। ধৈর্য ধারণ হচ্ছে কাফেরদের হাত থেকে মুক্তির পথ এবং আল্লাহর (সুঃ) কাছে খুব প্রিয় এবং অসম্মান থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসার মাধ্যম।

রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,"আল্লাহ বলেছেন আমার মুমিন বান্দারা যারা আমার জন্য ধৈর্যধারণ করে যখন আমি দুনিয়া থেকে তাদের প্রিয়দের কে নিয়ে নেই তাদের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

এছাড়া, আরও জেনে নিন যে আল্লাহর (সুঃ) দয়া অথবা জান্নাত কোনটাই শুধুমাত্র ইচ্ছা পোষণ করেই পাওয়া যায় না। আল্লাহর (সুঃ) এর ক্ষমা ও দয়া পাওয়া যায়না বিশ্বাস ছাড়া।
আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন,"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। [সুরা নুর: ৫৫]"

রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বানীর মাধ্যমে আমরা আপানদের কে সুসংবাদ দিয়ে চায়। তিনি বলেছেন,"আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তাকে তিনি দুর্দশায় পতিত করেন।" -সহীহ আল-বুখারী

রাশিয়ান, আমেরিকান, ন্যাটোর দেশগুলো এবং ফ্রান্স যারা ইসলামের অমঙ্গল চায় তারা যে ভয়ংকর ক্রুসেডার ক্যাম্পেইন শুরু করেছে তা দ্বারা পরিষ্কার এবং সর্বশেষ চিহ্ন যে তারা প্যারিস এবং বামাকো আক্রমনের দ্বারা কতটা ব্যাথিত হয়েছে এবং ভয়ের ভিতরে আছে। এই আক্রমণগুলো মুসলিমদের মনে জাগ্রত করেছে বদর, ইয়ারমুক এবং হিত্তিনের গৌরব এবং নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোস্টন, মাদ্রিদ এবং লন্ডনের আক্রমণ গুলোকে। এইসব আক্রমনের বীরদের প্রশংসা করার কোন ভাষায় যতেস্ট নয় এবং তারা ইমান, সম্মান এবং সাহসিকতার রুপায়ক।

তারা যে সুযোগ পেয়েছিল তার সর্বোত্তম ব্যাবহার করে সেই সুযোগ কে তারা সম্মান করেছিল। ইনশাল্লাহ তারাই সেই সৌভাগ্যবান যাদের ব্যাপারে রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলছেন,"তারাই হচ্ছে সর্বোত্তম শহীদ যারা প্রথম সারিতে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। তারা কখনই (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পিছনে ফিরে আসে না যতক্ষণ না শহীদ হয়। তারা একত্র হবে সর্বোত্তম জান্নাতে। আল্লাহ (সুঃ) (কেয়ামতের দিনে) তাদের দিকে চেয়ে হাসবেন যেভাবে একজন মালিক তার ক্রীতদাসের প্রতি খুশী হয়ে হাসে; তারপর তাদের কে বিনা হিসেবে জান্নাত দিবেন।" -আহমেদ

আমরা আল্লাহর (সুঃ) কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের কে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এবং তার রহমতে তাদের কে আবৃত করে রাখেন।

আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন," আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়

ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না" (-সুরা আল-ইমরান ১৬৯-১৭১)

আপনারাই সেই লোক যারা আমাদের সম্মানিত করেছেন যেমন আপনারা আমাদের মাঝেই আছেন। আপনারা মরেন নাই, যেমনটা তারা (কাফেররা) দাবী করে কিন্তু আপনাদের কে তুলে নেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ আবৃত করেছেন সিল্কের কাপড়ের মাধ্যমে। আপনাদের কে স্বাগতম যে রহমত আপনারা অর্জন করেছেন যা চিরস্থায়ী জান্নাত, সম্মানিতদের স্থান। মিথ্যাবাদীদের ফতোয়াতে শহীদদের মর্যাদা কমে যায় না।

যখন কাফের জাতিগুলো সম্মিলিত হচ্ছে ফ্রান্স তাদের উপর আক্রমনের সমবেদনা জানাতে তখন আমরা মুসলিম উম্মাহর সাথে ভাগ করে নিচ্ছি খুশী যা উম্মাহর সন্তানেরা আমাদের কে দিয়েছেন ফ্রান্স এবং বামাকোতে চালানো চমৎকার আক্রমনের এবং এটা আল-ওয়ালা ওয়া-বারা'র চমৎকার উদাহরণ। তারা তাদের মিষ্টি রক্ত দিয়ে ইতিহাসের উজ্জ্বল পাতাগুলো কে সাজিয়ে দিয়েছেন যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইনশাল্লাহ।

এইসব আক্রমনের জন্য ফ্রান্সের অবাক হওয়া বোকামি;যখন তাদের ইতিহাস বলে তারা মুসলিমদের প্রতি জঘন্য অপরাধ করেছে আলজেরিয়া, বসনিয়াতে এবং আফগানিস্থানে তাদের শয়তানী ভূমিকা, এবং আফ্রিকাতে তাদের ঘাঁটিসমূহতে, এবং মালীতে তাদের শাসন আমলে, এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকা তে ভয়ঙ্কর আক্রমণ, এবং আমাদের বোনদের কে হিজাব পরিধান করতে বাধা দেয়ার মাধ্যমে, এবং কোন শর্ত ছাড়াই ইহুদীদের কে আল-আকসা কব্জা করে রাখতে সাহায্য করার মাধ্যমে। সব কিছুর উপরে তাদের অপরাধ রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা, অপমানিত করা।

ফ্রান্স অনেক শতাব্দী ধরে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নিগ্রহ এবং অপমান চালিয়ে আসছে। ফ্রান্স মুসলিম ভূমি কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে এবং তাদের মাঝে সীমানা টেনে দিয়েছে, কলুষিত করেছে পবিত্র যায়গাগুলো, মুসলিমদের জমি ধ্বংস করেছে, এবং মুসলিমদের সম্মানহানী করেছে এবং তাদের সহায় সম্পত্তি চুরি করেছে।

আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন," আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।"- [সুরা তাওবা: ১২-১৩]

আহমেদ শাকের (রঃ) বলেছেন,"পাঠকদের এখন আর কোনই সন্দেহ নাই যে, এটা সত্বীকৃত, কোন বিবৃত বা উদাহরণের দরকার নাই যে, ফ্রান্সের আচরণ বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশদের মতোই। মুসলিমদের প্রতি ফ্রান্সর বৈরিতা, এবং মসুলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তাদের লাগামহীন ঘৃণা, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চলমান যুদ্ধ এগুলো মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশদের বৈরিতা কে অম্লান করে দিয়েছে। তাদের বোকামি আজ এমন পর্যায়ে যা তাদের দুঃসাহস এবং বৈরিতার রূপ নিয়েছে। তারা আমাদের মুসলিম ভাইদের শহীদ করছে যে দেশে তাদের শাসন বা প্রভাব আছে। এটা এমনই যে (মুসলিমদের প্রতি) ব্রিটিশদের অপরাধ ও অম্লান হয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে একই (শরিয়াহ) হুকুম যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে; সব জায়গাতে তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদ মুসলিমদের জন্য হালাল।"

ফ্রান্সকে এটা জানিয়ে দাও যে এই ফতোয়া অপরিবর্তিত থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহর দ্বীন সবার জন্য না হয় (প্রতিষ্ঠিত না হয়) এবং যতক্ষণ না তারা মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ না করে। যদি ফ্রান্স অন্যায় এবং দাম্ভিকতার সাথে তা করতে থাকো তাহলে জেনে রেখো আমরা যুদ্ধের জন্যই জন্মেছি এবং ইতিহাস তার সাক্ষী থাকবে। প্যারিস আক্রমনের বীর সেনারাই প্রথম না যারা তোমাদের ভূমিতে পা দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করো তাওল্বিউজের প্রাচীরকে আমাদের সম্পর্কে এবং সামেহ বিন মালিক ইবন খাওলানি যিনি তোমাদের কে অপদস্থ করেছিল তোমাদেরই ভূমিতে এবং বিজয়ী আব্দুল রাহমান আল ঘাফিকি যিনি তোমাদের ক্রুশ কে ভেঙ্গে ফেলেছিল। জিজ্ঞাস কর তিরবন নদীকে যার গভর্নর ইউসুফ বিন আব্দুর রাহমান আল-ফাহরি এবং মোহাম্মাদ মারেহ এর মতো অন্যদের সম্পর্কে এবং চার্লি হেন্দ আক্রমনের বীরদের; তাদের সবার উপর আল্লাহ রহম করুন।

রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,“ আমার উম্মাহর রূপক কাহিনী বৃষ্টির মতো, এটা কেউ জানে না এর শুরুতা সবচেয়ে ভালো নাকি শেষটা।” -তিরমিযী

ফ্রান্সের জন্য দুঃখ! বিলাপের যে বিপদ তাদের উপর পরেছে তার জন্য। সুতরাং, এটার কোন অবশিষ্টাংশ থাকবে না। ভুলপথগামী দুঃশাসনের রাজ্যের স্তম্ভগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, চির ধরে গেছে এবং ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। গৌরবের দাম্ভিকতার পরে এখন ফ্রান্স অবনতি আর অপমানেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে।

ও ভেঙ্গে পড়া (ফ্রান্সের) জনগন! তোমরা কি জেগে উঠবে না যখন দুর্দশা তোমাদের কে আঘাত করেছে! তোমরা কি খামখেয়ালি ভাবে লোভের অন্ধকারের দিকে যাচ্ছ না? এবং তোমরা একটি স্থির এবং বৈভবপূর্ণ জীবন চাও! এটা কিভাবে সম্ভব যখন ওৎ পেতে থাকা সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত! (স্মরণ করে দিচ্ছি) যদি তোমরা ভুলে যাও কারণ তোমরা বেশী গলাবাজি করছ। দিনগুলো এখন তোমাদের জন্য অন্ধকার এবং আর তার স্বাদ তিক্ত। সুতরাং, নকআউট হওয়ার জন্য ঝুলে থাকো এবং অপেক্ষা কর শুভসংবাদ শোনার জন্য যারা মিথ্যা কে তাদের বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের গৌরব খুজে পাবে (ওচিরেই) অত্যুজ্বল আগুনে!

ইহুদী, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং সমস্ত ক্রুসেডাররা জেনে নাও যে তারা (মুজাহিদরা) ঘোষিত ছোট ছোট গ্রুপে যুদ্ধ করছে না বরং রাসুল (সাঃ) এর সমস্ত উম্মাহ যুদ্ধ করছে। যে উম্মাহর লক্ষ্য হচ্ছে বিজয়ী হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং চিরকাল টিকে থাকা। এবং তারা (ফ্রান্স) কোনভাবেই মুসলিমদের এই জোয়ার কে ঠেকাতে পারবে না যতই না তারা মুসলিমদের অপর যতই চড়াও হোক না কেন।

আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন,“তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।” -[সুরা তাওবা: ৩৩]
আমরা শাম ও ইরাকে আমাদের ভাইদের নির্দেশ দেয় যেন আপনারা এক হয়ে যান এবং শরিয়াহ মেনে চলুন এবং সকল বিভিক্তি এবং বিভেদ দুর করে ফেলুন এবং সব কারণগুলোকে বেঁধে ফেলুন বন্ধুত্বে এবং সহযোগিতায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন,“যখন মানুষেরা আল্লাহর কিছু নির্দেশ অমান্য করে, ঘৃণা এবং বিরাগ তাদের মাঝে উপস্থিত হয় এবং যদি তা তারা ছড়াই তাহলে তারা দুর্নীতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এবং যদি তারা এক হয় সংশোধন হয়ে তাহলে শাসন করবে। একতা হচ্ছে রহমত এবং বিভক্তি হচ্ছে যন্ত্রণা”

আমরা আরও নির্দেশ দেই সকল মুসলিম ভাইদের ও তাদের মুজাহিদ সন্তানদের; আপনারা সমবেত হউন এই ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যা চলছে শামে, ইরাকে, খোরাসানে, ভারতীয় উপমহাদেশে, ককেশাসে, আরাবিয়ান পেনিন্সুলাতে, ইসলামিক মাগরিবে, নাইজেরিয়াতে, মিশরে, লিবিয়াতে এবং বাকি স্থানগুলোতে। আমরা আপনাদের কে উপদেশ দেই যেনও আপনারা তাদের শয়তানীতে বোকা বনে না যান, ধর্মত্যাগ করে নিজেদের কে বিপদে না ফেলেন এবং যুদ্ধ করুন আল্লাহর রাস্তায়।

আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন, “তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।” -[সুরা আন'য়াম: ১৫৩]
এবং তিনি আরও বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। “[সুরা আনফাল: ২৪]
পরিশেষে, আমরা সমস্ত মুসলিমদের এবং বিশেষ করে যুবকদের ডাকছি, মুসলিমদের ভূমিগুলো প্রতিরক্ষায় উঠে দাড়াও! এটি একটি অন্যতম পালনীয় কর্তব্য।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন,"সম্মান ও ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের যুদ্ধ এবং এটি সবার জন্য ফরজ। ইমানের পরই সেইসব শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফরজ যারা যারা ধর্মের ও উম্মাহর ক্ষতি করে। এমন শত্রুদের আক্রমণ কে পরাভূত করার কোন বিশেষ পদ্ধতি নাই, যে যার সাধ্যমতে তাদের কে পরাভূত করবে (করার চেষ্টা করবে)।"
আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন," আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" [সুরা নিসা: ৮৪]

ও! সব স্থানের মুসলিম যুবকেরা! তোমরা শরিয়াতের বিধি বিধান মেনে নিশানা করো এবং লক্ষবস্তুতে পরিণত কর ইহুদী, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার স্থাপনাগুলোতে বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক ইন্টারেস্ট, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে এবং সামরিক স্থাপনা গুলোতে। সংগ্রাম করো যাতে পশ্চিমাদের রাজধানীগুলো ওয়াশিংটন, মস্কো, তেল আবিব এবং প্যারিস এবং অন্যান্য যায়গাগুলো উপলব্ধি করে যা ইরাক ও শামে আমাদের নির্যাতিত উম্মাহরা করছে। এটা নিশ্চিত করো যেন, যুদ্ধটা তাদের (কুফফারদের) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

আলি বিন আবি তালিব (রঃ) বলেছেন,"তাদের কে সশস্ত্র আক্রমণ করা তোমাদের উপর তাদের আক্রমনের পূর্বেই।"

শাইখ ওসামা (রঃ) যিনি এই সুন্দর সুন্নাহ কে পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং কাফেরদের নিজের মাটিতে আক্রমণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর সেটাই এখন শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (হাঃ) জারী রেখে চলেছেন। আল্লাহ (সুঃ) তাদের উভয়কে এর উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

ও উম্মাহর যুবকেরা! মান-সম্মান রক্ষাকারী, পাপ মোচনকারী এবং আত্মত্যাগী যুবকেরা! তাদের (কুফফারদের কে) কে ভোগ করাও যুদ্ধের তিক্ততা, তাদেরকে ঘরছাড়া কর এবং আঘাত কর তাদের সম্মানে।

আল্লাহর (সুঃ) বলেছেন," সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।'' -[সুরা আনফাল: ৫৭]

তিনি আরও বলেছেন," আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" -[সুরা তাওবা: ৩৪]

"এবং যারা তাদের সম্পদ (আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করতে পারবে না বা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না তাদের উচিৎ হবে আল্লাহর দরবারে (মুজাহিদদের জন্য) দোয়া করা, কারণ কাফেরদের কাছে (মুমিনদের) দোয়া তীরের চেয়েও বেশী শক্তিশালী।
রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,"যখন কোন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইদের জন্য দোয়া করতে থাকে তাদের অনুস্পস্থিতিতে ততক্ষণ ফেরেশতারা দোয়াকারীর জন্য ও সেই একই দোয়া করতে থাকে।" -সহিহ মুসলিম

ও আল্লাহ! মহাগ্রন্থ আল-কোরআন দানকারী, আমাদের উপর থেকে মেঘগুলো দুর করে দাও, (কুফফারদের) জোটগুলোকে তুমি পরাজিত কর, পরাজিত কর কাফের ও মুরতাদদের।
ও আল্লাহ তুমি ইরাক, শামসহ সকল মুসলিমদের ভাইদের কে বিজয় দান কর।

ও আল্লাহ! সেইভাবে সমস্ত বিষয় তুমি পরিবর্তন করে দাও যেভাবে উম্মাহর জন্য কল্যাণ রয়েছে যাতে তোমার বাধ্য গোলামরা সম্মান ফিরে পায় এবং অবাধ্য গোলামরা যেন অপমানিত হয় এবং ভালো কাজগুলো উপভোগ্য হয় এবং মন্দ কাজগুলো নিষিদ্ধ হয়।

সফর ১৪৩৭ হিজরি